বিজয়ী উম্মাহ'র প্রতি সংক্ষিপ্ত বার্তা-৮

মিশরে আরব বসন্তের ব্যর্থতা

ও উত্তরণের উপায়

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ

প্রকাশক

بسمِ الله والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله وآلِه وصحبِه ومن والاه

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর।

হে সর্বস্থানের মুসলিম ভাইগণ!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ!

আমি মুসলিম মিশরের স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে গৌরবান্বিত, ইসলামের ব্যাপারে স্বাধীনচেতা এবং পবিত্রতা ও সম্মানের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল জাতিকে সংক্ষিপ্ত একটি বার্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু কথা বলার ইচ্ছা রাখি-

আমি আশা করি তাঁরা আমার এই আলোচনাকে একজন মুসলিম এবং দলান্ধতা, দলের সাথে যুক্ততা ও পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন থেকে দূরে অবস্থানকারী একজন ভাইয়ের কথা হিসাবে গ্রহণ করবেন।

আমি আশা করি তাঁরা আমার আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন এবং এতে যা কিছু হক ও সত্য রয়েছে, তা গ্রহণ করবেন এবং এছাড়া সব প্রত্যাখ্যান করবেন।

হে আমার ইজ্জত ও মর্যাদার অধিকারী মুসলিম ভাইয়েরা! মিশরবাসীর বিক্ষুব্ধ বিপ্লব ধ্বংস ও ক্ষতির চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করেছে। তাগুত, বিশৃঙ্খল, অপরাধী ও মুরতাদ শাসনব্যস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশৃঙ্খলা, অপরাধ ও ইরতিদাদের রুপ ধরে ফিরে এসেছে।

এই সব কিছু হওয়ার কারণ হল এমন কিছু নেতা, এই বিক্ষুব্ধ জাতির উপরে দখল বসিয়েছে অথবা তাঁদের দিক পরিবর্তন করে দিয়েছে যারা বাতিল, তাগুত ও অপরাধী শক্তির মোকাবেলায় হীনমন্য। আমি বরং স্পষ্ট ভাষায় বলবো- তাঁরা হচ্ছে এমন নেতৃবৃন্দ, যারা বাতিল, তাগুতি, অপরাধী ও মুরতাদ শক্তির সাথে মিলেমিশে চলা, বসবাস করা ও

সমঝোতার দীক্ষা পেয়েছে ও সে দীক্ষায় গড়ে উঠেছে। বরং তাদের অধিকাংশ, প্রায় সবাই নিজেদের কর্মকাণ্ডের বৈধতার পক্ষে কথা বলেছে।

তাঁরা হচ্ছে এমন কিছু নেতৃবৃন্দ, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী শাসনব্যবস্থার আইনকানুনের মাঝে কাজ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে ফায়সালাকারী ও আইনের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের দ্বারা ওই শাসনব্যবস্থার ত্রুটিসমূহকে উপযোগী করে পেশ করার চেষ্টা করেছে। বরং তাদের অধিকাংশ নেতা জাতিসংঘের নিরাপত্তা সংস্থার ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহকে বাস্তবায়ন করেছে ও আনুগত্য করেছে।

তারা হচ্ছে এমন কিছু নেতৃত্ব, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শাসনব্যবস্থা, আমেরিকার দাস, ইসরাইলের প্রতি আত্মসমর্পণকারী ও উম্মাহর বিপ্লবগুলো চুরি করা লোকদের (আমরা তাদের এমনটাই বলবো) মোকাবেলা শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। তাদের নিজেদের মাঝে প্রচণ্ড মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু তারা এই মুরতাদ ও অপরাধী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাত ও জিহ্বা দ্বারা শক্তি প্রদর্শন করা এবং জিহাদের প্রতি আহ্বানকারী ও চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে একমত হয়েছে।

এই নেতৃবৃন্দ বুঝেনি অথবা বুঝতে চায়নি যে, আকিদার স্থায়ী ও অবিচল বিষয়সমূহ থেকে পৃথক থাকা দ্বীন ও দুনিয়াকে বরবাদ করে দেয়। আর আকিদার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে শরীয়তের হাকিমিয়ত (বিধান দাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা) কে স্বীকার করা।

এই নেতৃবৃন্দ বুঝেনি অথবা বুঝতে চায়নি যে, বিপ্লবের সফলতার জন্য অবশ্যই বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থাকে গোঁড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। এটি ঐতিহাসিক একটি বাস্তবতা। এই কারণেই এ বিপ্লব নিজেকে বিচার করেছে 'সময়ের পূর্বে প্রসব হওয়া' বিপ্লবের ন্যায়, যার নেতৃবৃন্দ মোবারকের তৈরি আমেরিকাপন্থী সামরিক পরিষদের সাথে সন্ধি করেছে।

এই নেতৃবৃন্দ জনগণকে ধোঁকা দিয়েছে যে, সেনাবাহিনী তাঁদেরকে সাহায্য করার জন্য তাঁদের প্রতি দৃষ্টি দেবে। তারা বুঝেনি অথবা বুঝতে চায়নি যে, আমেরিকাপন্থী এই সেনাবাহিনী ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যস্থার সাহায্যকারী। তারা জনগণকে সাহায্য করার জন্য ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী বিক্ষোভকারীদের অবরুদ্ধ করবে না, বরং জনগণের বিচার করার জন্য তাদের নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় জনগণকেই অবরুদ্ধ করে রাখবে। কিন্তু আমেরিকা শান্তিপূর্ণ থাকার কথা বলে বিভ্রান্ত করেছে। বিপ্লবী জনগণকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে এবং বিপ্লব 'সময়ের আগে প্রসব হওয়া'র ন্যায় হয়েছে অর্থাৎ ব্যর্থ হয়েছে।

এই নেতৃবৃন্দ বুঝেনি অথবা বুঝতে চায়নি যে, বিশ্বে অপরাধীদের নেতারা – আমেরিকা হচ্ছে যাদের মাথা- কিছুতেই এই নেতৃবৃন্দের তাদের গোলাম হওয়া ছাড়া এদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। এমন গোলাম হতে হবে, যারা দ্বীনকে অস্বীকার করবে, নিজের দুনিয়াকে তাদেরকে সোপর্দ করবে। কিন্তু তারা আল্লাহ তাআলার সত্য বাণীকে না বুঝার ভান করেছে-

আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

"ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন"। (সুরা বাকারা-১২০)

এই নেতৃবৃন্দ বুঝেনি অথবা বুঝতে চায়নি যে, ভিতরের জল্লাদ ও অপরাধীদের নিরাপত্তা প্রদান, শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী তাগুতি ও আমেরিকার তৈরি সেনা নেতৃত্বের সাথে সন্ধি এবং ফাসেদ ও ধর্মনিরপেক্ষ আদালতকে সম্মান প্রদর্শন বিক্ষুব্ধ মুসলিম জাতির বিপ্লবকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই নেতৃবৃন্দ-ই আজ ভিতরের অপরাধীদের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, যাদেরকে তারা নিরাপত্তা দিয়েছিল। আমেরিকার তৈরি সেনা নেতৃত্বের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে,

যাদের সাথে তারা সন্ধি করেছিল। এবং রিদ্দাহ, অপরাধ ও ফাসাদের আদালতের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, যাকে তারা সম্মান করেছিল।

এই সব কিছু এখন সবার সামনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই নেতাদের অধিকাংশের কাছে স্পষ্ট হয়নি। তারা এখনো অপেক্ষা করছে যে, আমেরিকা অথবা আমেরিকার কোন কোন দাস তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে। তারা অপেক্ষা করছে যেন, আমেরিকা বা আমেরিকার দাসরা তাদেরকে নিরপরাধ জনগণকে আরেকবার ভালোভাবে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে ঝগড়ার সুযোগ দেয়।

এরা হচ্ছে এমন কিছু নেতৃবৃন্দ, যারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকে কামনা করে না। যারা মুহাম্মাদ মুরসির শরীয়তের উপর-ই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের মুরসির শরীয়ত কামনারও অধঃপতন হয়েছে। তাদের অধিকাংশ মুরসির শত্রুদের সাথে মৈত্রী করেছে এবং কেবল সিসির পতনকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে।

আজ আমি সবাইকে অতীতের ভুল থেকে মুক্ত হয়ে এক ‘নতুন সূচনা’র দিকে আহবান করছি-

এই নতুন সূচনায় মিশরের প্রত্যেক আত্মমর্যাদাশীল, মুখলেস ও শরীফ মুসলমান তাওহীদের কালেমাতলে ঐক্যবদ্ধ হবে। শরীয়তের হাকিমিয়ত, অপরাধী, ফাসেদ ও মুরতাদ শাসনব্যবস্থাকে গোঁড়া থেকে উপড়ে ফেলা ও লাশে পরিণত করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হবে। অস্ত্র, ভাষণ, নফস, কথা ও কাজের জিহাদ করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হবে, যাতে রয়েছে অতর্কিত হামলা, গুপ্তহামলা, বোমা হামলা, বন্দিমুক্তি, বিক্ষোভ প্রদর্শন, নানা ধরণের আঘাত, সভা-সমাবেশ, দাওয়াতি কর্মকাণ্ড, মিডিয়া, প্রচার-প্রসার ও বয়ান-বক্তৃতা প্রভৃতি কর্মকাণ্ড।

এই নতুন সূচনায় প্রত্যেক স্বাধীন ও শরীফ মুসলমান ইসরাইলের সাথে আত্মসমর্পণের একতা, আমেরিকার সাথে নিরাপত্তা সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করবে।

এই নতুন সূচনায় আমরা মিশরে অপরাধী শাসনব্যবস্থাকে গোঁড়া থেকে উপড়ে ফেলা এবং লাশে পরিণত করা ও ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবো। যেখানে ইসলামকেই বিচারক ও মূল উৎস হিসেবে উপরে রাখা হবে। যে শরীয়ত ইনসাফকে ছড়িয়ে দিবে, শুরা ব্যবস্থাকে কায়েম করবে, পবিত্রতা ও ইজ্জতকে হেফাজত করবে। অধিকারসমূহ ফিরিয়ে দিবে। চরিত্রকে নিষ্কলুষ রাখবে। দুর্বলদের সাহায্য করবে। অপরাধীদের চূর্ণ করবে। প্রত্যেক মুসলিম ভূখণ্ডকে বিজয়, বন্দিদের মুক্ত করা ও বিপ্লবের ফসল ঘরে তোলার চেষ্টা করবে।

এই তো আমরা আমাদের হাতকে বাড়িয়ে দিলাম, আছে কোন সাড়া প্রদানকারী? আমরা আমাদের জাতির সম্মানিতদের আহবান করছি আছে কোন চিন্তাশীল?

আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন!

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِ العالمين، وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلم. والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه